দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 08 SEP 2008
পৃষ্ঠা - ১ - কলাম - ৫

ঢাকা-চট্টগ্রাম সিলেট বিভাগ সুবিধা পাবে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াজোঁ অফিস অবশেষে ঢাকায় হচ্ছে

মোঃ আবদুর রহিম

অবশেষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াজোঁ অফিস ঢাকায় স্থাপিত হতে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ঢাকায় পোস্টিংও দেয়া হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। ঢাকায় লিয়াজোঁ অফিস স্থাপনের জন্য অফিস খোঁজা হচ্ছে বলেও সূত্র উল্লেখ করেছে। সূত্র এও বলেছে, ঢাকায় লিয়াজোঁ অফিস স্থাপিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃঃ ১৮ কঃ ১

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াজোঁ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভিসি এবং রেজিস্ট্রার সপ্তাহে ২/১ দিন লিয়াজোঁ অফিসে বসবেন। মাদ্রাসা শিক্ষার ফাজিল ও কামিলের মান দেয়ার দীর্ঘদিনের দাবী ছিল এ দেশের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় জড়িত প্রায় সকলের। মাদ্রাসা শিক্ষকদের একমাত্র অরাজনৈতিক সংগঠন জমিয়াতুল মোদার্রেছীন এ দাবীতে দীর্ঘদিন মাদ্রাসা শিক্ষক, ছাত্র এবং ইসলামী সংগঠনসমূহের নেতা-কর্মীদের নিয়ে আন্দোলনও করেছে।

আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মান দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের একপ্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে দেশের মাদ্রাসাসমূহের ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের। সামান্য একটি কাজের জন্যও দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে হয় সংশ্লিষ্টদের। আর সামান্য কাজের জন্য অনেককে অনেক অর্থ ব্যয়ে ৪ দিন অতিবাহিত করতে হতো। এর ফলে মাদ্রাসাসমূহের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হতো। এমনতর পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি লিয়াজোঁ অফিস ঢাকায় স্থাপনের দাবী করে আসছিল। মোদার্রেছীনের পক্ষ থেকে এ দাবী আদায়ে প্রধান উপদেষ্টা, শিক্ষা উপদেষ্টা, শিক্ষা সচিব ও ইবি'র ভিসির নিকট আবেদনও করেছিল। আর সে প্রেক্ষিতেই ঢাকায় ইবি'র লিয়াজোঁ অফিস স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে কয়েকটি নির্দেশনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রেরণ করেছে বলেও সূত্রে জানা গেছে। আর লিয়াজোঁ অফিস স্থাপিত হলে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের ফাজিল কামিল মাদ্রাসাসমূহ লিয়াজোঁ অফিস থেকেই সকল সুবিধা পাবে।